দৈনিক খবর

তারিখ 16 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

161

ময়মনসিংহে দেড়শ' প্রাথমিক শিক্ষকের রহস্যজনক বদলী

ময়মনসিংহ, ১৫ই আগষ্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা মধুসূদন রায়)।- ময়মনসিংহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ে জেলার ১১টি থানায় প্রায় দেড়শ' প্রাথমিক শিক্ষক গত ২ মাস রহস্যজনক বদলীর শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে জুনের শেষ সপ্তাহে অধিকাংশ বদলী হয়েছে। কিশোরগঞ্জের এডিপিইও ফয়জুর রহমান ময়মনসিংহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের ২ মাস ছুটিতে থাকা অবস্থায় ভারপ্রাপ্ত ডিপিইও চার্জে থাকার সময় এ সকল রহস্যজনক বদলীগুলো করেছেন। যা নিয়ে প্রচুর গুঞ্জন ও অনিয়মের অভিযোগ শোনা যায়। সূত্রটি জানায়, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ ইমান আলী গত ১লা মে '৯৩ হজ্বে যাওয়ার জন্য ২ মাসের ছুটি নেন। এ সময় বিশেষ মহল ও কতিপয় শিক্ষক নেতার তদ্বিরে কিশোরগঞ্জের এডিইপিও ফয়জুর রহমান ভারপ্রাপ্ত ডিপিইও হিসেবে যোগ দেন। এসব বদলীর মধ্যে নিয়ম বহির্ভূত বদলী ছাড়াও প্রচুর অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। ভারপ্রাপ্ত ডিপিইও ফয়জুর রহমান যোগ দিয়েই অনিয়ম বদলী শুরু করেন। যা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রেখে ১১টি থানার ১৩৪ জন শিক্ষককে বদলী ও কিছু পদোন্নতি দেন। সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহতের লক্ষ্যে থানা শিক্ষা অফিসার ও কতিপয় শিক্ষক নেতার প্ররোচনায় প্রাথমিক শিক্ষক বদলীতে ব্যাপক অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়। ভারপ্রাপ্ত ডিপিইও ফয়জুর রহমান ২ মাসে (মে ও জুন) এ সমস্ত বদলী ছাড়াও ৭ জন শিক্ষককে পদোন্নতি দিয়েছেন। এ সময়ে তিনি সদরে ৭০ জন শিক্ষক, ফুলপুরে ২২ জন, হালুয়াঘাটে ১২ জন, ফুলবাড়িয়ায় ৩ জন, ত্রিশালে ২ জন, ভালুকায় ২ জন, গফরগাঁয়ে ৬ জন, ধোবাউড়ায় ২ জন ও গৌরীপুরে ৬ জন শিক্ষককে বদলী করেছেন। এদের ৫/৭ জন বৈধ হলেও বাকীদের বেলায় প্রচুর অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, মেডিকেল লিভ-এ থাকা অবস্থায় হালুয়াঘাট দক্ষিণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শোভানাথ আচার্যকে রোহিপাগাড়িয়া বদলী করে ঐ জায়গায় জাহানারা ভূঁইয়াকে বদলী করেন যিনি ১১ই জুলাই নতুন কর্মস্থলে যোগ দেন। উল্লেখ্য, জাহানারা ভূঁইয়া ডেপুটেশনে রোহিপাগাড়িয়া স্কুলে কাজ করছিলেন। বদলীগুলো জায়েজ করার জন্য থানা শিক্ষা অফিসারদের লিখিত প্রস্তাবে অনুমোদন করেছেন। এছাড়াও সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূতভাবে ৩টি সিএলসি স্কুলের ২ জনকে বদলী করা হয়। সূত্রটি জানায়, ভারপ্রাপ্ত হিসেবে ফয়জুর রহমান অফিসের প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তনের চেষ্টা চালাতেন। এক পর্যায়ে টিইওদের বদলীর প্রক্রিয়াও শুরু করেন। এ সংবাদ জানার জন্য জনৈক প্রতিনিধি অফিসে গেলে ক্লার্ক মোতালেব ও গীতা রানী অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। তথ্যগুলো দিতে টালবাহানা করে ৪ ঘন্টা অফিসে বসিয়ে স্থানীয় একটি পত্রিকার জনৈক সাংবাদিককে নানা ধরনের হয়রানির পর বদলীর তথ্য দেয়া হয় বলে জানা গেছে। এ সময় বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ ইমান আলী অফিসের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। উল্লেখ্য, বর্তমান ডিপিইও মোঃ ইমান আলী গত ১২ই জুলাই এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে রহস্যজনক বদলীর ব্যাপারে তার মন্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে, এটা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। বিষয়টি নিঃসন্দেহে তদন্তের দাবী রাখে।